তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা মে ২০১০

রিইব-এর তথ্য অধিকার আইন প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে প্রণীত বেইজলাইন সার্ভের ফলাফল

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ বিষয়ে একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানতে ফেব্রুয়ারী - মার্চ ২০১০ সময়ে একটি বেইজলাইন সার্ভে করা হয়। এতে বেদে - ১০৪, রবিদাস -৭৭, হরিজন - ৭৩, মুন্ডা - ৭৫ ও ঋষি - ৭১ সহ মোট ৪০০টি পরিবারের (খানা) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপের তথ্যে জানা যায়, বেদেরা ইসলাম এবং অন্যরা সকলে হিন্দু ধর্মের অনুসারী। শতকরা ৬২% একক এবং ৩৮% যৌথ পরিবারভুক্ত। শিক্ষার হার ৪০%। এর মধ্যে ২৭ % প্রাথমিক ও ১২% মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। পেশাগত ক্ষেত্রে ২৭% কৃষি দিনমজুর। বেদে ৫৫% পরিবারই সিঙ্গা লাগানো, ডুবুরি, কবিরাজি ও সাপ খেলা দেখানো, রবিদাস ৫৭% চামড়ার কাজ, হরিজনদের ৬২% পরিচ্ছন্নতা কাজ, মুন্ডা ৬৮% এবং ঋষি ৬২% কৃষি দিনমজুরী করে জীবিকানির্বাহ করে। ৩৩.৫% পরিবারের কোন জমিজমা নেই। ৪০০ টি পরিবারের মধ্যে ৪৬.৩% স্বাস্থ্যসম্মত এবং ২৫.৩% অনিরাপদ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এবং ২৮.৪% এর কোন ল্যাট্রিন নেই। ৮৬% নলকূপের এবং ১৪% (শ্যামনগর) পুকুরের পানি পান করে থাকে। শতকরা প্রায় ৯০ % পরিবারে বছরের কোন না কোন সময় মারাত্মক খাদ্য ঘাটতি থাকে। সকল পরিবার গত ১২ মাসে একাধিকবার অন্যের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এলাকায় সরকারী সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে ৮৬% অবগত থাকলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে যথাক্রমে মাত্র ৩৪% এবং ২০% উত্তরদাতার ধারণা আছে। ৬৬% উত্তরদাতা নিজেরা কোন না কোন সময় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবা গ্রহণ করলেও পৌরসভার ক্ষেত্রে তা ১৭%। উপজেলা এবং জেলা পর্যায় থেকে সেবা গ্রহণ করেছে যথাক্রমে ১০.৩ % ও ১১.৮%। সমস্যার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে শতকরা ৮৬.৫ ভাগ উত্তরদাতার মতে, আর্থিক সংকটই সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। এছাড়া পেশাগত ৫৩.৮%, ভূমিহীনতাজনিত ৩২.৩%, চিকিৎসা সেবা ১৪.৫%, শিক্ষা ১২.০%, বাসস্থান ১০.৩%, বন্যা ও জলাবদ্ধতা ৯.৫%, নিরাপদ পানি ৯.৩%, সামাজিক বৈষম্য ৪.৮%, স্যানিটেশন ৩.৩% সমস্যার কারণে তারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। সমস্যা দুরীকরণের লক্ষ্যে যেসব তথ্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে ভাল আয়মূলক কাজের সুযোগ, সরকারী সুবিধা, কম খরচে চিকিৎসা সেবা পাওয়া, বিনামূল্যে শিক্ষা লাভ, খাসজমি বন্দোবস্তি লাভ এবং নারীদের আয়মূলক কাজের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০১% জানিয়েছেন, "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সম্পর্কে ইতিপূর্বে শুনেছেন, বাকি ৯৯% এই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে কিছু জানেন না।

রিইব-এর জাতীয় সেমিনার : তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

গত ৩০ মে ২০১০ তারিখে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাইঞ্জে "বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা" শিরোনামে জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মো: জামির এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন তথ্য কমিশনার জনাব মো: আবু তাহের এবং ড: সাদেকা হালিম। সেমিনারে উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন রিইব-এর নির্বাহী পরিচালক ড: মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন রিইব চেয়ারম্যান ড: শামসুল বারি। রিইব যে পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে সে সম্পর্কে প্রারম্ভিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রকল্পের সমন্বয়ক ও রিইব-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সুরাইয়া বেগম।

ড: শামসুল বারি বলেন, ঔপনিবেশিক আমল শেষ হবার পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত আইন তৈরী হয়েছে তার মধ্যে তথ্য অধিকার আইনই রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতা স্থাপনে, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠায় এবং দুর্নীতিরোধে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এরপর মুন্ডা জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে পরিমল কুমার মুন্ডা, সাতক্ষীরা; মো: সউদ খান (বেদে), মুন্সিগঞ্জ; মুন্না দাস (রবিদাস), নীলফামারি; সুমন বাঁশফোর (হরিজন), কুষ্টিয়া এবং অসীম দাস (ঋষি), সাতক্ষীরা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিভিন্ন সরকারী অফিসে তথ্য চাইতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বর্ণনা করেন। কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর সোহিনী পাল বলেন, ভারতে ২০০৫ সনে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ প্রশ্ন করা হয়েছে তথ্য জানার জন্য। বাংলাদেশে এক বছর আগে আইনটি পাশ হয়েছে কিন্তু যেভাবে প্রচার ও প্রসার হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তথ্য কমিশন, সরকার এবং এনজিও সকলেরই আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করা উচিত। গুজরাটের তথ্য অধিকার কর্মী আসলাম ভাই-এর মতে তথ্য জানা সবার অধিকার। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য অধিকার কর্মী তৈরীর উপর তিনি গুরুত্ব দেন। ড: সাদেকা হালিম বলেন, জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক, তাদের তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার রয়েছে। মো: আবু তাহের বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছে তা হলো: তথ্য পেতে কষ্ট হয়েছে ঠিকই, তবে শেষ পর্যন্ত তারা তথ্য পেয়েছেন। সরকারী কর্মকর্তারাও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নিজেদেরকে পরিবর্তন করছেন। এটা সময়ের ব্যাপার। প্রধান তথ্য কমিশনার মো: জমির বলেন, আমাদের সক্ষমতা রয়েছে, সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, তবে জানালা দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। তথ্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা আনা ও সরকারের জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনগণের ভূমিকার কথা এবং এ ধরনের আরো অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান তথ্য কমিশনার মো: জামির। পাশে আছেন ড: শামসুল বারি, সোহিনী পাল এবং আসলাম ভাই।

দিলী ও গুজরাট প্রদেশে রিইব টিমের শিক্ষা সফর : ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অর্জন

রিইব-এর তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ভারতের 'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ' এর সাথে যৌথ উদ্যোগে সেখানকার তথ্য অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা অর্জনের জন্য ০৩ মে ২০১০ তারিখে প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম এবং মাঠ সমন্বয়কারী উৎপল কান্তি খীসা ১০ দিন ব্যাপী নয়াদিলী ও গুজরাট সফর করেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াসে এই শিক্ষা সফরে তারা তৃণমূল পর্যায় থেকে তথ্য কমিশনারের মত উচ্চ পর্যায়ের সক্রিয় কর্মী বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎ, বিভিন্ন মিটিং-এ অংশগ্রহণ এবং মতবিনিময় করেছেন। দিলীতে রিইব টিম অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর ভেঙ্কটেশ নায়েক, সোহিনী পাল এবং অন্যান্যদের সাথে। ভেঙ্কটেশ নায়েক বলেন, "তথ্য জানা প্রত্যেক নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। কারণ সরকার চলে নাগরিকদের প্রদত্ত কর বা ট্যাক্স এর মাধ্যমে।" দিলীর পান্ডবনগরের 'কাবির' এবং সুন্দরনগরীর 'পরিবর্তন' নামে দুটি এনজিও খুবই সক্রিয়ভাবে তথ্য অধিকার নিয়ে নিজ সমাজে কাজ করছে এবং সফলতা পাচ্ছে। "কাবির" এর নির্বাহী পরিচালক মি. মনিষ শিসোদিয়া বলেন, "ভারতে তথ্য আইন হওয়ার প্রথমদিকে আমরা যখন এটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করি তখন কিভাবে এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাবো তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। তখন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা গ্রামেই এই কাজটি শুরু করবো এবং গ্রামের জনগণকে আইনটি জানাবো। তাই আমরা রাজস্থানসহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামে-গঞ্জে গ্রামবাসী, ছাত্র, কৃষক, দিনমজুরদের সাথে নিয়মিত মিটিং করি। আজ অবদি প্রায় এক হাজারের বেশি তথ্য আবেদন জানানো হয়েছে।"

দিলীর জওহরলাল নেহরু বিশবিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. শেখর সিং, যিনি দিলীর গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ' - এর সদস্য হিসেবে তথ্য অধিকারের উপর দীর্ঘ ও ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, "তথ্য আবেদন প্রক্রিয়া অবশ্যই ফাইল আকারে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ চূড়ান্তভাবে ফল লাভের জন্য বা মূল্যায়ন করার জন্য এটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।" ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার সাংবাদিক শ্যামলাল যাদব প্রায় ৭০০ তথ্য আবেদন করেছেন বলে জানান।" রিইব প্রতিনিধিরা ভারতের গুরগাঁও অঞ্চলের সরকারি পাওয়ার গ্রিড কোম্পানীর অফিসে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে সরকারি অফিসে কাজ করছে তা জানতে পারেন।

গুজরাটের মালাভ এলাকায় তথ্যের পূর্ব-প্রকাশের (প্রো-একটিভ ডিসক্লোজার) নিদর্শন দেখছেন আসলাম ভাই, সুরাইয়া বেগম এবং উৎপল কান্তি খীসা

"তথ্য আবেদনের প্রথম দিকে আমাদেরকে তথ্য আবেদন না করার জন্য নানা ধরনের হুমকি-ধামকি প্রদান করা হতো এবং কোন তথ্যই প্রদান করতো না। তারপরও আমরা দমে না গিয়ে তথ্য আবেদন করতে থাকি এবং এলাকার গরীব লোকজনকে তথ্য আবেদন প্রদানের জন্য সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে থাকি। এভাবে কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রায় সকলেই সংশিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও তাদের লেলিয়ে দেয়া গুন্ডা-পান্ডাদের হামলার শিকার হয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে নয় বার হামলার শিকার হয়েছি। এসকল ঘটনার কারণে আমার পরিবারের লোকজন আমাকে এসব কাজ না করার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু তাতেও আমি দমে যাইনি এবং আরো জোরালোভাবে কাজ করেছি। আমরা তথ্য কমিশনে আপিল করেছি এবং সংশিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তারা আমাদেরকে তথ্য প্রদানে বাধ্য হয়েছে এবং পেনাল্টিও গুনেছে।" সন্তোষ, পরিবর্তন, সুন্দরনগরী, দিলী

গুজরাটে রিইব প্রতিনিধি পাঁচমহল জেলার কালোল এলাকার আসলাম ভাই-এর সংগঠন 'নাগরিক অধিকার কেন্দ্রে'র সাথে একত্রে যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার মধ্যে উলেখযোগ্য ছিল মালাভ এলাকার একটি মডেল পঞ্চায়েত (স্থানীয় সরকারের একটি ইউনিট) অফিস। পঞ্চায়েত অফিসের দেয়ালে প্রো একটিভ ডিসক্লোজারের নিদর্শন হিসাবে সারা দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য লিখে রাখা হয়েছে যাতে গ্রামবাসীরা সবাই এসে তথ্য জানতে পারে। সুরাইয়া এবং উৎপল আরও গিয়েছিলেন জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী রাঠোর জনগোষ্ঠী কিভাবে আরটিআই নিয়ে কাজ করছে তা দেখতে। ভারত সফরে আরও ছিল দিলীর তথ্য কমিশনার শৈলেশ গান্ধী এবং গুজরাটের তথ্য কমিশনার আর এন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁরা জানান যে কিভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন অভিযোগের নিষ্পত্তি করে চলেছেন। এসব মূল্যবান অভিজ্ঞতা রিইব প্রতিনিধিদেরকে সমৃদ্ধ করে।

"তথ্য আইনে প্রাইভেট সেক্টর, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোকে আওতাভুক্ত করা হয়নি। সরকারী-বেসরকারীসহ সকল প্রতিষ্ঠানকেই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এই আইন বাস্তবায়নের জন্য" –প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রান্তিক গোষ্ঠীতে তথ্য আবেদনের চিত্র, জানুয়ারী - মে, ২০১০

প্রান্তিক গোষ্ঠী	কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন	কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাব প্রাপ্তি	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল	তথ্য কমিশনে অভিযোগ
বেদে	১৪	-	-	-
রবিদাস	১৫	১৪	-	-
হরিজন	১৪	০২	-	-
মুন্ডা	০৬	০১	-	-
ঋষি	১১	০৪	০৩	০১
মোট	৬০	২১	০৩	০১

বাংলাদেশে রিইব এনিমেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা

তথ্য আইন প্রকল্পে তথ্য অধিকার সম্পর্কে ভারতে গিয়ে যেমন শিক্ষা সফর ছিল তেমনি ভারত থেকে এক্সপার্ট নিয়ে এসে আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এনিমেটরদের প্রশিক্ষিত করাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সেই প্রেক্ষিতে গত ২৩-২৯ মে ২০১০ তারিখে রবিদাস, ঋষি এবং মুন্ডা এই তিনটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে দুটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হয় নীলফামারীর সৈয়দপুরে এবং সাতক্ষীরায়। এই কর্মশালায় ভারতের দিলী থেকে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস এর সিনিয়র প্রজেক্ট

অফিসার সোহিনী পাল এবং গুজরাট থেকে আসলাম শাহ এ দিওয়ান ওরফে আসলাম ভাই রিইব এর আমন্ত্রণে এই কর্মশালায় যোগদান করেন। ভারতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আন্দোলন তুলনামূলকভাবে পুরনো তাই এই দুই অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে অংশগ্রহণকারীরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছিল। বিশেষ করে আসলাম ভাই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অংশগ্রহণকারীদের বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল।

দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালায় দলীয়ভাবে তথ্য আবেদন লেখা হচ্ছে

আসলাম ভাই বলেন, "আমি গুজরাট এ ছোট জায়গায় থাকি। আমাদের দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। আপনারা জানেন, ২০০২ সালে আমাদের ঐখানে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। সেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলমানরা। এরপর আমাদেরকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে সরকারী অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে। এতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদেরকে সরকারী ভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু এই যে স্কীম তার সুবিধা ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া হলো না। এটা নিয়ে আমি আরটিআই ব্যবহার করে আবেদন করি এবং ডিএম আমাকে ডেকে নিয়ে চেয়ারে বসায়। কিন্তু এডিএম-কে ত্রিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখে"। আসলামভাই স্কীম প্রসঙ্গে আরও বলেন, "আমি দরখাস্ত একাই করেছি। কিন্তু আমার সাথে তখন আমার অন্য সঙ্গীরাও ছিল। এটা আমার কাজের ক্ষেত্রে অনেক সাহস জুগিয়েছে। আপিলের পর যখন তথ্য পেলাম তখন দেখি যে, এমন অনেকের নাম তালিকায় আছে যারা আসলে বাস্তবে কিছুই পায়নি। ৫০০ টি পরিবারের তালিকার মধ্যে ১৩০ টি পরিবার কিছুই পায়নি। এতে দেখা যায়, লাখ লাখ টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। এসব রেশন সংশিষ্টরা বাজারে বিক্রি করে দিতো। যখন এই তথ্য প্রকাশ হলো তখন সরকার জেনে গেছে কারা এই কাজটি করেছে। তাদের নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। তথ্য আবেদনে এই বিষয়টা জরুরী যে, তথ্য পাবার পর সেই তথ্য কি কাজে লাগানো হবে।"

"দুর্নীতিপরায়নরা যতোই শক্তিশালী হোকনা কেন তথ্য অধিকার আইনটির প্রয়োগ তাদের জন্য একটি মারণাস্ত্র"– ড. শামসুল বারি, চেয়ারম্যান, রিইব

প্রতিটি কর্মশালা শুরু হতো জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণগবেষণামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে। এখানে সদস্যরা তাদের সমাজে যেসব সমস্যা প্রধান তা সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে চিহ্নিত করত। এই আলোচনা করা হয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব এলাকায়। এতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে জানা বোঝাটা সহজ হতো। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিল এনিমেটর, গ্রুপ সদস্য এবং জনগোষ্ঠীর আগ্রহী কিছু ব্যক্তি। মূল প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সমস্যার কারণ, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক কাঠামো, সরকারী কর্মসূচি এবং বিদ্যমান দুর্নীতির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া আইনকে আলোচনা করা হয়েছে রিইব প্রকাশিত "তথ্য আইনের সহজপাঠ " বুকলেট এর সাহায্যে। আলোচিত ছিল যে, কোন তথ্যের জন্য কোন অফিসে আবেদন করতে হবে, যদি কোন অফিস তথ্য দিতে অস্বীকার করে তাহলে কি পদক্ষেপ নিতে হবে। তথ্য আইনের বিধিমালা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হতো যাতে তারা আলোচনার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে আবেদনপত্র লিখতে পারে। শেষে তারা আবেদনপত্র লিখে তা সবার সামনে উপস্থাপন করত। ভুল ত্রুটি থাকলে সবাই মিলে তা সংশোধন করা হতো। এভাবে বিভিন্ন অফিসে কিভাবে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে তা হাতে কলমে শেখানো হয়েছিল।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা

" আমি আপনার বইও নেব না, কোন তথ্যও দিতে পারব না "
লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা

আমি মো. সউদ খান বেদে সম্প্রদায়ের একজন। গত ২৯/০৩/২০১০ তারিখে লৌহজং উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কাছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স থেকে বর্তমানে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কি ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে তার তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য আবেদন পত্র নিয়ে গেলে অফিসের কর্মরত কর্মকর্তা আমার আবেদনপত্রটি পড়ে বলেন, আমরা কোন তথ্য আপনাকে দিতে পারব না। এরপর উক্ত কর্মকর্তাকে আইনের কপি সংবলিত "তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ" নামে একটি বই প্রদান করলে তিনি সেটা না দেখেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমাকে বলেন, "আমি আপনার বইও নেব না আর কোন তথ্যও দিতে পারব না"। এরপর আমি উক্ত আবেদনপত্রটি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠিয়ে দিই। পরবর্তীতে রিইব থেকে প্রতিনিধি এলে আমরা আবারও ঐ অফিসে গিয়ে দেখি যে, ডাকে পাঠানো আমার আবেদনপত্রটি টেবিলে আছে এবং তা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে নোট সহকারে পাঠানোর জন্য ফাইল রেডি হচ্ছে। অফিস সহকারী আবেদন প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা উপরের লেভেল এর অনুমতি ছাড়া কোন তথ্য আপনাদেরকে দিতে পারব না। কারণ এর আগে একবার এভাবে তথ্য দিতে গিয়ে স্যারের কাছ থেকে আমি তিরস্কৃত হয়েছি। আর তখনই তিনি আমাকে হুশিয়ার করে দেন যে, আর কোনদিন যেন এভাবে কোন তথ্য প্রদান না করি"। তিনি আমাদেরকে বলেন, "অফিসিয়ালী তথ্য চাইলে তথ্য দিতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ তথ্য চাইতে আসলে তাকে আমরা কোন মতেই তথ্য দিতে পারবো না। কারণ এই এলাকায় কমপক্ষে দুই লক্ষ লোক রয়েছে, তারা যদি সবাই তথ্য চাইতে আসে তাহলে আমাদের পক্ষে কোন মতেই সকলকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এছাড়া যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাই তাহলে অবশ্যই আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করব, তবে তা কোন মতেই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারব না কারণ আমাদের এমনিতেই স্টাফ সংকট রয়েছে। জনবল বাড়লে তখন সঠিক সময়ে তথ্য প্রদান করা অবশ্যই সম্ভব হবে। আর এই আইন নিয়ে আপনাদের উচিত উপরের লেভেলে এডভোকেসি করা। সেটা করা গেলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে"। তখন রিইব এর লোকজন বলেন, "এখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বলে নয়, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার দেয়া হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী যে কেউই তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং কেউ কোন তথ্য জানতে চাইলে আইন মোতাবেক সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য। এছাড়াও তথ্য চাওয়ার আগেই তা প্রকাশ করা যায়।"

"এটা তো তথ্য অফিস নয় যে তথ্য চাইলেই দিয়ে দেব"– শ্যামনগর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

আমি পরিমল কুমার মুন্ডা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়ের একজন নাগরিক। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গত ০৪/০৩/২০১০ তারিখে ২০০৯-১০ অর্থবছরে অত্র উপজেলায় কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের আওতায় কত কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হবে এবং উক্ত কার্যক্রমে কত পরিবারকে/জনকে সম্পৃক্ত করা হবে তাদের সংখ্যা ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের নামের তালিকার কপি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করি। আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমার আবেদনটি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করেন এবং আমাকে সেখান থেকে তথ্য নেয়ার জন্য বলেন। সে অনুযায়ী আমি গত ২৫/০৩/২০১০ তারিখে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাথে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আমার কাছে জানতে চান, এই তথ্য নিয়ে আপনি কি করবেন? আপনার এগুলো কেন দরকার? তখন আমি বলেছি, স্যার, তথ্য অধিকার আইনে লেখা আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে যে কেউ এই আইনের মাধ্যমে তথ্য চাইতে পারবে। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু এটা তো তথ্য অফিস নয় যে আপনাকে আমি তথ্য চাইলেই দিয়ে দেব। আমি বললাম, ইউএনও স্যার তো আমাকে তথ্য নেয়ার জন্য আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আর এখন আপনি বলছেন এটা তথ্য অফিস নয়। তাহলে ইউএনও স্যার কি আমাকে ভুল জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন? এরপর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আমাকে বললেন, আপনি আরেক দিন আমার কাছে আসেন। এর ১০ দিন পরে উক্ত কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি এত ব্যস্ততা দেখান যে, আমি দুই ঘন্টা বসে থেকেও সেদিন কোন কথা বলার সুযোগ পেলাম না।"

"আমাদের কোন তথ্য কর্মকর্তা নেই"– সৈয়দপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

আমি গীতা রাণী দাস, সৈয়দপুরের রবিদাস সম্প্রদায়ের একজন নারী এবং বাংলাদেশের নাগরিক। একই এলাকায় বসবাসরত মুন্না দাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশের "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" সম্পর্কে জানার পর একজন নারী হিসেবে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মহিলাদের জন্য বর্তমানে কি কি ধরনের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বিগত ০৮-০৯ অর্থবছরে কোন সেবার বিপরীতে কতজন মহিলাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে আগ্রহবোধ করি। মুন্না দাস আমার তথ্য আবেদনপত্রটি লিখে দেন এবং তা প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। গত ৬/৪/২০১০ তারিখে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৫ দিন পর মুন্না দাসকে সাথে নিয়ে তথ্য চাইতে গেলে, উক্ত কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের কোন তথ্য কর্মকর্তা নেই"। তার পর তিনি আরো জানতে চান যে, "আপনার আবেদনের জবাব কি আমাকে দিতে হবে"? এই প্রেক্ষিতে তখন মুন্না দাস তাকে জানিয়ে দেন, যদি তথ্য কর্মকর্তা না থাকে, তাহলে আইন অনুযায়ী অফিস প্রধান হিসেবে আপনাকেই এই তথ্য প্রদান করতে হবে। তারপর উক্ত কর্মকর্তা বলেন, "ঠিক আছে, আপনার আবেদনের জবাব তাহলে ১০-১৫ দিন পরে এসে নিয়ে যাবেন"।

"আপনার আবেদনের তথ্য আমরা রেডি রেখেছি, আপনি এখনই নিয়ে যেতে পারেন"– ম্যানেজার, সূর্যের হাসি ক্লিনিক, সৈয়দপুর

আমি মুন্না দাস, গত ১০ মে ২০১০ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" অনুযায়ী বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে তথ্য পাওয়ার অধিকার লাভ করার জন্য 'দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান" হিসেবে, সৈয়দপুরের ম্যানেজার, সূর্যের হাসি ক্লিনিক-এর কাছে আবেদন করি। সূর্যের হাসি ক্লিনিক থেকে বর্তমানে কি কি সেবা প্রদান করা হয় এবং বিনামূল্যে কত জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয় তার তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য আমি আবেদন করি। ক্লিনিক ম্যানেজার আমার আবেদন পড়ে বলেন, "শিশুদের টিকা দেওয়া ছাড়া আমাদের এখান থেকে বিনামূল্যে আর কোন সেবা দেয়া হয় না। তবে আপনি যদি এটা লিখিতভাবে নিতে চান, তাহলে আমাকে হেড অফিসে কথা বলে তা আপনাকে প্রদান করতে হবে। তাই ১০ দিন পরে আপনি আমাদের অফিসে আসেন"। সেদিনের কথামত ১০ দিন পর আমি সূর্যের হাসি ক্লিনিক-এর ম্যানেজারের কাছে গেলে তিনি আমাকে জানান, "আপনার আবেদনের তথ্য আমরা রেডি রেখেছি। আপনি এখনই নিয়ে যেতে পারেন"।

"আমরা ডিসিকেও এইসব তথ্য দিই না। কারণ এইগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য"– মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক কার্যালয়ের কর্মকর্তা

আমি মুন্না দাস সৈয়দপুর "রবিদাস" সম্প্রদায়ের একজন বাসিন্দা এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের একজন নাগরিক। "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর সংশিষ্ট ধারা অনুযায়ী আমি গত ১০ মে ২০১০ তারিখে সৈয়দপুর উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক কার্যালয়ে একটি তথ্য আবেদন করি। আমার আবেদনটি জমা নেয়ার পর সংশিষ্ট কর্মকর্তা আমাকে রিসিভ কপি দিয়ে পরে তথ্য নিতে বলেন। সে অনুযায়ী পরবর্তীতে অফিসে গেলে তিনি বলেন, "এ ধরনের আবেদন আপনি কেন করেছেন। আমরা ডিসিকেও এই সব তথ্য দিই না। কারণ এইগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য। তবে কত জন লাইসেন্স নিয়ে মদ পান করেছেন তার সংখ্যা বলা যাবে, কিন্তু কোন মতেই নামের তালিকা দেওয়া যাবে না। এটা ঠিক যে, কখনো প্রয়োজন পড়লে আমরা শুধুমাত্র পুলিশকে এগুলো দিয়ে থাকি"। এরপর তিনি মৌখিকভাবে তথ্য দেন যে, ৭৩৪ জনকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

বিধিমালা অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের ফরম্যাট

১। আবেদনকারীর নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
বর্তমান ঠিকানা :
স্থায়ী ঠিকানা :
ফোন :
পেশা :
২। কি ধরনের তথ্য :
৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী :
৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা :
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :
৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা :
৭। আবেদনের তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তথ্য কমিশনের বর্তমান ঠিকানা

প্রধান তথ্য কমিশনার, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ/৪-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭

প্রকাশনায় : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, বক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১, ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), ফ্রাঞ্জ-মেইরিং পাটজ-১,১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী, website : www.rosalux.de